Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ জুন, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৬ জুন ,২০১৬, সোমবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৩

আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ান, শান্তি বজায় রাখুন

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তির দাবিতে মিছিল দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : জোটপ্রার্থীরা মানুষের রায় মেনে নিলেও হার মানতে পারছে না দুর্গাপুরের দুই তৃণমূলি প্রার্থী। জোট সমর্থক, কর্মীদের বাড়ি আগুন ধরিয়ে দেওয়া, বাড়ি ভেঙে দেওয়া, মারধোর, অফিস দখল ক্রমাগত চলছে ফলাফল বের হওয়ার পর থেকেই। দখল করা হয়েছে সি পি আই(এম) অফিস, আর এসবই করছে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা পুলিশ প্রশাসনের মদতে।

এরই প্রতিবাদে ৩ জুন আক্রান্তদের সঙ্গে নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের একটি মিছিল মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেয়। সিধু কানু স্টেডিয়াম থেকে প্রায় দশ হাজার প্রতিবাদী মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে পুলিশ কমিশনারেট-এর কাছে। কার্যত এদিন তিতিবিরক্ত মানুষ রাস্তায় নেমে। পুলিশের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেয়। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। মিছিলের সামনে ছিলেন দুর্গাপুরের দুই নির্বাচিত বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় এবং বিশ্বনাথ পারিয়াল। এছাড়া রথীন রায়, বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, বীরেশ্বর মণ্ডল, অলোক ভট্টাচার্য, পঙ্কজ রায় সরকার, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, মহাদেব পাল, কংগ্রেস নেতা সুদেব রায়, দেবেশ চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অনীত মল্লিক প্রমুখ। প্রতিনিধিরা মহকুমা শাসকের কাছে নাম করে ঘটনার বিবরণ দেন। জানিয়ে দেওয়া হয় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আরও দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠবে। মহকুমা শাসকের অফিসে দিনরাত ধর্না চলবে।

৫ জুন পুনরায় 'সন্ত্রাস বা হিংসা নয়, রাজ্য জুড়ে শান্তি চাই' এই দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের আর একটি মিছিল সংগঠিত হয়।

দুটি মিছিলেই মানুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গীয় মায়ের স্বপ্নপূরণে সায়ন্তিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : অষ্টম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে মাকে হারায় শাঁকারির সায়ন্তিকা। অভাবের সংসারে বিনা চিকিৎসায় মা মারা যাওয়ার পরে পড়াশোনায় ছেদ ঘটে। অথচ মা'র স্বপ্ন শিক্ষিকা হওয়ার কথা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সায়ন্তিকাকে। জেদ চাপে পড়াশোনাতে। বাড়িতে দাদা-বাবার জন্য রান্না করে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়নি। বাড়ির কাজ সামলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ায় মাধ্যমিকে একটু পিছিয়ে পড়ে। এটাই তার কাছে টার্নিং পয়েন্ট। মা'র মুখ মনে করে কাজের ফাঁকে বই-এ মুখ। স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায় উচ্চ মাধ্যমিকে পায় ৪৭১। ৯৪.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে খণ্ডঘোষ ব্লকে প্রথম। রাজ্যে ২২ তম। বাবা চিত্তরঞ্জন দত্ত ১০০ দিনের মজুরির টাকায় কলেজে ভূগোলে অনার্স নিয়ে ভর্তি করতে চায়। টিউশনি নিয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই। অথচ শিক্ষিকা তাকে হতেই হবে। এই জেদ নিয়ে মায়ের স্বপ্নপূরণ করতে মানুষের দোড়ে দোড়ে ঘুরছে সায়ন্তিকা। যোগাযোগ - ৮৬০৯৩৭৬৩০৬।

রায়নার হামলা করতে এসে গ্রামের মানুষের তাড়া খেলো তৃণমূল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ৫ জুন : জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের কোনো বিরাম নেই, সাধারণ মানুষ সহ সি পি আই(এম) কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে। দক্ষিণ দামোদর এলাকায় তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলা কার্যত প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। ব্যতিক্রম হল এই যে গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললো এবং পিছু হটতে বাধ্য হল তৃণমূল দুষ্কৃতীরা।

বিজয় মিছিলের নামে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে সর্বত্র। কোথাও গুলি, বোমা, আবার কোথাও আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও। সেইরকম বিজয় মিছিলের নাম করে এদিন সকালে রায়নার মাধবডিহি থানার গোতান গ্রামের দত্তপাড়ায় আসে তৃণমূলিরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হুগলির নদী পেরিয়ে শ্রীরামপুর থেকে বাছাই করা দুষ্কৃতীদের দিয়ে অশান্তি ছড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই গোতান গ্রাম বামপন্থীদের শক্ত ঘাটি। ভোটেও দত্তপাড়া বুথে জিতেছিল জোট প্রার্থী। গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে বিজয় মিছিলের সাথে সাথে গণ্ডগোল শুরু করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। দিনের বেলাতে চলতে থাকে তাণ্ডব। দত্তপাড়ায় নির্বিচারে বাড়ি ভাঙা শুরু করে। ঘরের জিনিসপত্র, টাকা পয়সা লুঠ করে। এই তাণ্ডব চলাকালীন গ্রামের ৩৫ বছরের এক গৃহবধূ, চার সন্তানের জননী মিনতি রায় সর্বপ্রথম ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। উন্মত্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীদের সামনে রুখে দাঁড়ান। দুষ্কৃতীরা এরপর মহিলার কানের দুল টান মেরে ছিড়ে নেয়। কান থেকে রক্ত পড়তে থাকে। তবুও আক্রান্ত মহিলা দাঁড়িয়ে থাকেন, পালিয়ে যাননি। এই দৃশ্য দেখে গ্রামের অন্য মহিলারাও জড়ো হয়ে যান। শুরু হয় সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। মহিলারা জোট বেঁধে হাতের কাছে লাঠি, ঝাঁটা যা পান তাই নিয়ে বেরিয়ে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। তৃণমূলিদের ছোড়া বোমায় গুরুতর জখম হন গ্রামেরই যুবক মৃত্যুঞ্জয় বাগ। তাঁকে প্রথমে মাধবডিহি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় এরপর তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্রামের মহিলাদের প্রতিরোধের মেজাজ দেখে গ্রামের পুরুষরাও বেরিয়ে আসেন এবং মহিলাদের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রতিরোধ শুরু করেন।

গ্রামবাসীরা এভাবে এক জোট হয়ে প্রতিরোধে সামিল হতে পারেন, তা তৃণমূলিরা ভাবতেও পারেনি। তৃণমূলের বেশির ভাগই বহিরাগত। তৃণমূলিরা এবার পিছু হটলেও ফের হামলা হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, ফল ঘোষণার পর থেকেই গ্রামে গ্রামে চলছে নারকীয় অত্যাচার, লুটপাট। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন গ্রামের মানুষজন, তাই কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে প্রতিরোধ।

গোতান গ্রামকে শায়েস্তা করতে না পেরে শ্রীরামপুর থেকে দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসেও পিছু হটলো হামলাকারী তৃণমূলিরা। তারা টের পেয়েছে গোতা গ্রামের ঐক্যবদ্ধ মানুষের শক্তি।

তৃণমূলি হামলার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে বর্ধমান শিল্পাঞ্চলের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১ জুন : রানিগঞ্জ বিধানসভার মানুষ চোর, ঘুষখোর, লোহাচোরদের ভোট দেননি, বেশিরভাগ মানুষ থেকেছেন গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে। তারা যে ভোট দিয়েছেন সি পি আই(এম) প্রার্থী রুনু দত্তকে, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের গাত্রদাহ বেড়েছে। বিধানসভার ফলাফলের দিন থেকে সমগ্র রানিগঞ্জ জুড়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। ১৯ মে তারা কলেজ পাড়ার সি পি আই(এম) পার্টি অফিসে আক্রমণ চালায়, সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙে, আগুন লাগিয়ে দেয়। লুটপাট চলাকালীন এলাকার মহিলারা বাধা দিতে এলে তাদের উপরও আক্রমণ ও গালিগালাজ করে। পুলিশ নিশ্চুপ থেকেছে।

তৃণমূলের ফতোয়া সি পি আই(এম) করা যাবে না। নিমচা গ্রামের পার্টি অফিস ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার জন্য দামোদা অঞ্চলের নিচু পাড়া ও যাদবপাড়া অঞ্চলে মিউনিসিপালিটির পানীয় জলের ট্যাঙ্কারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা জানার পর এলাকার মানুষ অবাক হয়ে গেছেন, তাঁরা বলছেন তৃণমূল এতটা নিচে নামতে পারে তা জানা ছিল না।

তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীকে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখেও পড়তে হয়েছে। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা বল্লভপুর অঞ্চলের সাহেবগঞ্জ এলাকায় সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তৃণমূলের বাহিনী। এলাকার মানুষ প্রতিরোধে শামিল হন। সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তৃণমূলের বীরপুরুষের দল পালিয়ে যায়। ৩০মে জনাপঞ্চাশ দুষ্কৃতীকে নিয়ে আমরাসোতা থেকে তথাকথিত বিজয় মিছিল বের করে তৃণমূল। মিছিল চলাকালীন তারা আমরাসোতা এলাকার সি পি আই(এম) পার্টি অফিসে তালা মেরে দেয় ও লাল পতাকা নামিয়ে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেয়। এই খবর পাওয়া মাত্রই এলাকার গরিব সহ সাধারণ মানুষ প্রতিরোধে শামিল হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সি পি আই(এম) নেতা কিশোর ঘটক এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। ৩১ মে আমরাসোতা পার্টি অফিসে পুনরায় রক্ত পতাকা তোলা হয়। এলাকার অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হন এবং তৃণমূলের এই জঘন্য কাজের জন্য তারা ধিক্কার জানায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মেধা তালিকায় শীর্ষে বর্ধমানের ৫ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এবার ইঞ্জিনিয়ারিং মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে বধর্মান জেলার ৫ জন স্থান পেয়েছে। রাজ্যের তৃতীয় স্থান দখল করেছে দুর্গাপুরের সুভাষপল্লীর অর্পণ কোনার। দুর্গাপুর বিধাননগর ইনস্টিটিউশন-এর ছাত্র অর্পণ। দুর্গাপুর হেমশিলা মডেল স্কুলের ছাত্র শৌনক নাথ চতুর্থ স্থান এবং একই স্কুলের ছাত্র সমন্বয় সাধু খাঁ পঞ্চম স্থান দখল করে। একজন দুর্গাপুরের অমরাবতী এবং অন্যজন আসানসোল-এর ঊষাগ্রামের।

এর মধ্যে কয়েকজন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ভাল ফল করে বাইরের রাজ্যের ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে এটা বুঝেই হয়তো জয়েন্ট পরীক্ষার অধিকর্তা জানিয়েছেন যারাই পরীক্ষায় বসছেন তারা সবাই কাডন্সেলিং-এর যোগ্য।

চতুর্থ : শৌনক নাথ

তৃতীয় : অর্পণ কোনার

নতুন চিঠি

৬ জুন, ২০১৬

বাংলা এগিয়ে চলেছে?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ফ্যাসিস্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ১৯ মে ভোট গণনার পর থেকে রাজ্যবাসী তার প্রমাণ পাচ্ছেন অহরহ। বিজয় মিছিলের নামে হুল্লোড় মস্তানি চলছে। আর বিজয় মিছিলের আবির কেনার জন্য বিরোধী পক্ষের লোকদের জরিমানা করা হচ্ছে। জরিমানা না দিলে ঘর ভাঙচুর হচ্ছে। প্রাণও যাচ্ছে। তৃণমূলের আক্রমণের হাত থেকে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ রেহাই পাচ্ছে না। শুধু বিরোধীরা নয়, কোথাও কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছে তৃণমূলের একটা অংশ।

শপথ গ্রহণ করার পরই মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের পুলিশ অফিসারদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা বা আরও ভাল পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে কৃষক এখনও ফসলের নায্য মূল্য পাচ্ছে না। অভাবী বিক্রি বাড়ছে। কৃষকের সংকট আরও বেড়েছে। সব জিনিসের দাম হু-হু করে বাড়ছে। বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। রাজ্যে বেকার যুবকদের কাজের কোনো সুযোগ নেই। গ্রাম বাংলার একটা বড় অংশ ব্যাঙ্গালোর, কেরল, চেন্নাই-এ রাজমিস্ত্রী বা মোজাইক মিস্ত্রির জোগারে হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছে। রাজ্য থেকে বড় কলকারখানা গুটিয়ে নিচ্ছে শিল্পপতিরা। টেট থেকে স্কুল সার্ভিস কোনো পরীক্ষাই সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে না। সিভিক ভলেনটিয়ার থেকে আশাকর্মী কারো কাজের কোনো গ্যারান্টি নেই। তবুও বাংলা নাকি এগিয়ে চলেছে।

বর্তমানে শুরু হয়েছে এলাকায় এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা। ছাত্র-সংগঠনের পক্ষ থেকে নয়, সরাসরি টি এম সি-র ব্যানারে। মমতার কাট আউট টানিয়ে স্থানীয় নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। উপহার তুলে দেওয়া থেকে আপ্যায়ন সবই হচ্ছে বিরোধীদের উপর আরোপিত জরিমানার টাকায়। উপহার দেওয়া হচ্ছে। সম্মান জানানো হচ্ছে—সবই টি এম সি-র গুণগান নির্ভর। কিন্তু পর্দার পিছনে কী কেউই প্রায় জানতে পারছে না।

‘ধূসরমাটি’ পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক তপন চৌধুরীর স্মরণসভা

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : নতুন চিঠি’র সুহৃদ ও সিউড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ধূসরমাটি’ পত্রিকার সম্পাদক তপন চৌধুরী (৭৩) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে ২৬ মে প্রয়াত হন। ‘নতুন চিঠি’ পরিবার তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে। ৫ জুন তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের শ্রী রামকৃষ্ণ সভাকক্ষে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘নতুন চিঠি’র পক্ষে শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক সুধীর রায়। উপস্থিত ছিলেন নতুন চিঠির দিনেশ ঝা। বহু বিশিষ্টজন এদিন তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রয়াত হলেন প্রবীণ কৃষকনেতা কবির হোসেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩১ মে : প্রবীণ কৃষকনেতা ও সি পি আই(এম) সদস্য কবির হোসেন মণ্ডল(৭৯) গত রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ নিজ বাসগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী দুই পুত্র দুই কন্যা সহ এক বিশাল পরিবার। তাঁর মৃত্যুসংবাদ রাতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন বহু মানুষ। আসেন সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, প্রবীণ নেতা মনোরঞ্জন নাথ, কৃষকনেতা মহমুদল হক, নজরুল হক প্রমুখ। শোক প্রকাশ করে বিধায়ক প্রদীপ সাহা। প্রয়াত কবির হোসেন মণ্ডল এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন ১৯৭৮ থেকে দু’বার তিনি মুকশিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর শেষকৃত্য তাঁর নিজ গ্রাম জয়কৃষ্ণপুরে সম্পন্ন হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে পালিত হয়?
২. বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা বিষয়ক মহাসম্মেলন কোন সংস্থার উদ্যোগে কবে থেকে কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
৩. বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে সর্বশেষ মহাসম্মেলন কবে থেকে কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
৪. বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে ভাবনা কোন সাল থেকে শুরু হয়? সে বছর শ্লোগান কী ছিল?
৫. কিয়েটো প্রটোকল বিষয়ক সম্মেলন কবে থেকে কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
৬. কিয়েটো প্রটোকল সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ বছর কবে কোথায় হয়েছে?
৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ২০১৫ সালের শ্লোগান কী ছিল?
৮. বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ২০১৬ সালের অর্থাৎ এ বছরের শ্লোগান কী?
৯. বিশ্ব ব্রেন টিউমার দিবস কবে পালিত হয়? এই দিন আর কোন বিশ্ব দিবস?
১০. সুইডেন দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়?
১১. নরওয়ে দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়?
১২. এভারেস্ট দিবস কবে পালিত হয়? সব থেকে বেশি বাঙালি কোন সালে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আহ্বান

তাপস সামন্ত

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী রাচেল কারসন তাঁর বিখ্যাত বই ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ রচনা করার পর সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। এই বইয়েতেই তিনি প্রথম দেখান যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের জন্য বহু প্রাণী ও পক্ষী অসময়েই আমাদের পরিবেশ থেকে দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি সচেতনভাবে পরিবেশকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে করে পরিবেশের উপাদানগুলির গুণমান দীর্ঘস্থায়ী হয়। এরপরেই, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে গত ১৯৭২ সালের ৫ জুন সুইডেনের স্টকহোমে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের আহ্বান করা হয়। যেখানে প্রায় সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা উপস্থিত ছিলেন এবং এই মহাসম্মেলনের পর থেকে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন করা হয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই এই দিনটিতে পরিবেশ সচেতনতার নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে সংঘটিত এই কর্মসূচি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বার্ষিক কর্মসূচি, যেখানে বহু দেশের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে একই দাবিতে। প্রত্যেক বছর একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়কে শ্লোগান হিসাবে তুলে ধরা হয় এবং কোনো একটি দেশকে প্রচারক দেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূউষ্ণায়ন, খাদ্যের অপচয়, অরণ্যছেদন, মরু অঞ্চলের বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও তৎসংক্রান্ত প্লাবিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সময়ে যে বিষয়গুলি পরিবেশ আলোচনায় বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে তা হলো কার্বন প্রশমন, বনভূমি সংরক্ষণ, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, নির্গমন বাণিজ্য, পরিত্যক্ত ভূমিতে জৈব-জ্বালানি উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জল-বিদ্যুৎ ও সৌর-বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো, বাদাবন অঞ্চলের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি। সম্প্রতিকালে, পরিবেশ দিবসে উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা সচেতন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে এই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করাও এই দিনটি পালনের অন্যতম তাৎপর্য। পরিবেশকে তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ-উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনই এই কাজ তার চারপাশের পরিবেশকে আরও নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করে তুলতে সহায়ক হবে। বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন চ্যানেলগুলিও এই কাজে নানাভাবে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির পাশাপাশি আমরা পথসভা কিংবা পথ-পরিক্রমা, বৃক্ষরোপণ, বর্জ্য পুনর্চক্রীকরণ প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে করতে পারি। সব বয়সের সমস্ত মানুষ, তাদের প্রিয় গ্রহকে, পরিবেশ প্রদত্ত প্রারম্ভিক নির্মল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এই সমস্ত কর্মসূচিতে ঐকান্তিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। বর্তমান সময়ের যুব সম্প্রদায় এই দিনটিতে পরিচ্ছন্নতার প্রচার, শিল্প, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব, রচনা ও পোস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবেশের গুণগত মানের অবনমনের কারণগুলিই প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং সেগুলি সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষের ইতিকর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা করা দরকার। অবশ্যই এবছরের মূল শ্লোগান—আসুন, আমরা মিলে এ পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলি—এই বক্তব্যের উপর প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

পরিবেশ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতেই বহু মনীষী তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যার মধ্যে আইনস্টাইন বলেছেন—‘The environment is everything that isn’t me.’ জন মুর বলেছেন—‘God has cared for the trees, saved them from drought, disease, avalanches and a thousand tempests and floods, but he can not save them from fools.’ অল্ডো লিওপোল্ড বলেছেন— ‘ Conservation is a state of harmony between men and land.’ মহাত্মা গান্ধি বলেছেন—‘Earth provides enough to satisfy every man’s need but not every man’s greed.’ আর পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সকলের কাছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যে শ্লোগান তা হলো—‘Think globally, act locally’। তাই আসুন আজ আমরা সকলে মিলে আমাদের সাধ্যমত পরিবেশকে নির্মল করার কাজে অংশগ্রহণ করি আর কবি সুকান্তর ভাষায় বলি— ‘...আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল / এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।’

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

আচ্ছে দিন এসে গেছে! ‘জনস্বার্থে’ চুপ মমতা

গত মে মাসের মধ্যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে তিন বার। গত ১৫ দিনে ২ বার। গত এক মাসের মধ্যে ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬ টাকা ৪৬ পয়সা, পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৪ টাকা ৪৭ পয়সা। গত মার্চ মাসের হিসাবে লিটার পিছু দাম বেড়েছে ৯ টাকা।

গত ২ বছরে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ১৬ বার। ডিজেলের দাম বেড়েছে ১৯ বার। এ মাসেই ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে ২১ টাকা। এবং পেট্রোপণ্যের শুল্ক বসিয়ে এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বেড়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকা। ফলে উন্নয়ন হোক না হোক, বেকারি বাড়ুক কুছ পরোয়া নেই। মোদীর বিদেশ যাত্রা কমছে না। কমছে না রাজকোষের কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে মোদীর বিজ্ঞাপন-যাত্রা।

কিন্তু কথা তা ছিল না। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়লে দেশেও দাম বাড়বে। দাম কমলে কমবে। অথচ সবাই জানে সারা পৃথিবীতে পেট্রোপণ্যের দাম কমছে। শুধু পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি নয় জুন মাসের প্রথম দিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়ে দিয়েছে পরিষেবা কর। ফলে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তা আর কমার কোনো লক্ষণ নেই।

১৯ মে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন উচ্ছসিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ‘জনস্বার্থে’ তিনি মোদী সরকারকে সমর্থন দেবেন। এখন কি ‘জনস্বার্থে’ চুপ করে বসে আছেন?

দাস শ্রমিক ভারতেই বেশি

আধুনিক দাস শ্রমিক সব থেকে ভারতেই বেশি। গোটা বিশ্বে আধুনিক দাস শ্রমিক প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। জোর খাটিয়ে কাজে যুক্ত করার যে তালিকা তাতে রয়েছে যৌনকর্মী ও ভিক্ষুকরা। বর্তমান ভারতে দাস শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার। অস্ট্রেলিয়ায় মানবাধিকার সংগঠন ‘ওয়াক ফ্রি ফাউণ্ডেশন’ ২০১৬ সালের ‘গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স’ প্রকাশ করছে। তাতেই বেরিয়ে এসেছে এই সব তথ্য।

২০১৪ সালে গোটা পৃথিবীতে দাস শ্রমিকদের এই সংখ্যাটা ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৮ হাজার এবং এই তালিকায় সবার উপরে ভারত। ১৩০ কোটির এই দেশে দাস শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার। এর বেশির ভাগই মহিলা এবং শিশু। ২০১৪ সালে ভারতে এই সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩ হাজার। অর্থাৎ মোদীর ‘আচ্ছে দিনের’ স্বপ্নে বিভোর ভারতে গত ২ বছরে এই দাস শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৪০ লক্ষ ৩২ হাজার।

বিশ্বে ১৬৭টি দেশে দাস শ্রমিক আছে। প্রথম স্থানে আছে ভারত। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী দশলাখি স্যুট পরে স্বপ্নের উড়ানে সুইজারল্যাণ্ড কাতার সহ বিভিন্ন দেশ পাড়ি দিচ্ছেন। এমনিতেই স্বল্পকালের মধ্যে মাত্র ২ বছরে বিদেশ ভ্রমণে রেকর্ড করে ফেলেছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তাঁর (বিজেপি) রাজত্ব এখনও তিন বছর বাকি, তাতে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের রেকর্ডটা গিনিস বুকে উঠে যাবে। মাভৈঃ

কিছু মৃত্যু, কিছু প্রশ্ন

অশ্বিনীকুমার

ছন্দা গায়েন, রাজীব ভট্টাচার্য, দুর্গাপুরের পরেশনাথ, হিমালয়ের বুকে জীবন বাজি রেখে যারা দুঃসাহসিক অভিযানের খেলায় মেতেছিলেন, তাঁদের ঘরের লোককে কিন্তু জয়ী হয়েও তাঁদের হারাতে হয়েছে। হিমালয় তাঁদের প্রাণ নিজের সীমাহীন শীতলতার সিন্দুকে চিরদিনের জন্য বন্দী করে পাহাড়ের প্রাণহীন শীতলতায় ছড়িয়ে রেখেছে তাঁদের প্রাণহীন দেহগুলো, ছন্দা গায়েনকে পাওয়া যায়নি। রাজীব ভট্টাচার্য ফিরেছে প্লাস্টিকে মোড়া ত্রিমায়িত নিথর দেহ হয়ে। এই দেহে প্রাণসঞ্চার এখনও বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

'হিমালয় প্রাণ কেড়ে নিয়েছে'—এ জাতীয় কথা বহুল প্রচলিত। বেয়াড়া লোকেরা প্রশ্ন তোলে, অন্য কেউ নেপথ্যে নেই তো? চারিদিক হৈ-চৈ পড়ে যায় এমন প্রশ্নে। পাহাড়ে চড়তে গেছে স্বেচ্ছায়। ঝুঁকি নিয়েছে স্বেচ্ছায়। দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এছাড়া আর বলার কিছু নেই। তবুও যারা নাছোড়, তারা নানারকম কথা বলে। কেমন সেসব কথা?

এভারেস্ট চড়তে ইচ্ছে হলেই যাওয়া যায় না। এ তো আর টিকিট কেটে হরিদ্বার যাওয়া নয়। ও পথে যাওয়ার আগে অনেক পথ মাড়াতে হয়। যেমন এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো পাহাড়ে চড়তে গেলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নিজের শরীর, মন যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সক্ষম তার প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন উপযুক্ত দলের সদস্য হওয়া। এরপর আসে আসল কথা—মানে টাকার কথা। যে-কোনো অভিযান ব্যয়বহুল। সময় ও অর্থ, এ দুয়ের প্রাচুর্য না থাকলে অভিযান অসম্ভব। টাকার কথা এলে প্রশ্ন আসে—কে দেবে টাকা? এ তো আর দু-পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপার নয়, যে পাড়ায় চাঁদা তুলে টাকার জোগাড় হবে। এ হলো কোটি কোটি টাকার খেলা। টাকা আসবে কোথা থেকে? এখন একটা কথা বহুল প্রচলিত— 'স্পন্সার'। ক্রিকেটের দৌলতে শিশুরাও জেনে গেছে শব্দটা। স্পন্সার জোগাড় করতে হবে। কে স্পন্সার করবে? কেন করবে? টাকার কারবারিরা বিনা কারণে টাকা দেবে না। টাকার সঙ্গে নানা শর্ত জুড়ে দেবে। সেইসব শর্ত পূরণ করতে অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে অভিযাত্রীরা। স্পন্সারশিপ আসলে ইনভেস্টমেন্ট। মোদ্দা কথা হলো, অর্থ সাহায্য আসলে এক ধরনের বিনিয়োগ। বিনিয়োগকারী নানাদিক যাচাই করে বিনিয়োগ করে। যেমন বিভিন্ন সংস্থা এভারেস্ট অভিযানের ব্যবস্থাপনা করে টাকার বিনিময়ে। এই সংস্থার সুনামের সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত হয়ে যায় টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা। যারা টাকা দেয়, তারা পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে অভিযানের নানা দিক। যেমন অভিযাত্রী ও সাহায্যকারী সংস্থার সাফল্য-ব্যর্থতা, সুনাম-দুর্নাম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে টাকার জোগান।

এরপর আছে বিভিন্ন অভিযাত্রী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে মারা যায় অনেকে। যেমন, বেহিসাবি ঝুঁকি নিয়ে বিপদ ডেকে আনে অনেকে, পরের অভিযানের কথা ভেবে। ছন্দা গায়েন সম্ভবত বেশি ঝুঁকি নিতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। আবার অসুস্থ হয়ে আটক পড়া অন্য দলের অভিযাত্রীকে পাশ কাটিয়ে অনায়াসে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এগিয়ে যেতে দেখা গেছে অনেককে। কী করব? ফেল করলে এরপর স্পন্সার পাবো না ভাই। নিজেরটা আর স্পন্সারের দিকটাও তো ভাবতে হবে। আমার সাফল্য মানে স্পন্সারের লাভ। স্পন্সারের লাভ মানে আমার লাভ। আমার আবার অভিযানের দরজা খুলে যাওয়া। মানবিকতার খাতিরে সাফল্য হাতছাড়া করা বোকামি। এখন এরই নাম

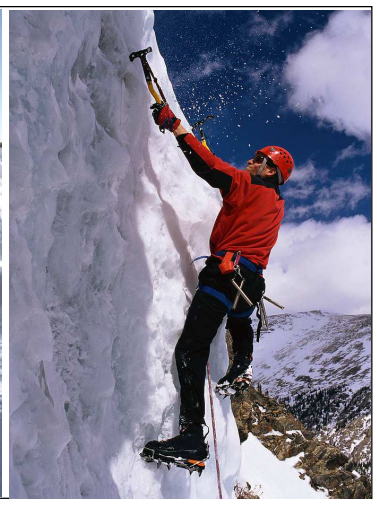

প্রফেশনালিজ্‌ম। বাংলায় যাকে বলে পেশাদারিত্ব। পেশাদারিত্বের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক যে আড়াআড়ি, তা জানা ছিল না মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও। সে সময়ে পাহাড়ে বিপদে পড়া অপরিচিত অভিযাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে এনে বাঁচিয়ে তোলার অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের অন্দরে অন্দরে। আজ সেদিন গেছে। পেশাদারিত্বের নামে হৃদয়বৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় নেমেছে পাহাড়ে চড়া মানুষেরাও। সামর্থ্যের সঙ্গে মানবতা যে সমানুপাতিক নয় তা আজ প্রমাণিত। তাই যেসব শেরপারা অভিযানে মুখ্য ভূমিকা নেয়, এখন তারা থেকে যায় নেপথ্যে। অনেক অভিযাত্রী মনের ভাব টাকার বিনিময়ে কাজ করছে। স্পন্সার যারা, তারা বোঝে মিডিয়ায় শেরপারা নয়, অভিযাত্রীরা মূল্যবান। তাই শেরপারা বাদ সব জায়গা থেকে—শুধু বিপদের জায়গা, কাজের জায়গা ছাড়া।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম অমোঘ। হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়চূড়াতেও এই ব্যবস্থার নিয়ম সচল। পাহাড়ে এখন বিনিয়োগের চোরা স্রোত বহমান। পাহাড় ছেঁচে বিনিয়োগকারীরা লাভের কড়ি গুনছে। এই খেলায় সরকারও জড়িয়ে পড়ছে। বিনিয়োগকারীদের হিসাবের পথ ধরে নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠছে হিমালয়ের কোলে। পাহাড়ের চূড়ো ছোঁয়ার স্বপ্ন বিক্রি করছে এইসব সংস্থা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এদের পরিচিতি। দেশি, বিদেশি অভিযাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে টাকার থলি নিয়ে এদের ওপর। ডলার, পাউন্ড, টাকার হাতছানিতে এরাও ঝাঁপিয়ে পড়ছে অভিযাত্রীদের ওপর। পাহাড়ি গ্রাম থেকে রোজগারের হাতছানিতে জোগাড় হচ্ছে শেরপা। সরকার পাচ্ছে লাভের একাংশ। বিদেশি মুদ্রার স্রোত বাড়ছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে ছন্দা-রাজীব-পরেশনাথরা। এই স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে নাম না জানা শেরপারা। অভিযান হয়ে চলেছে হিসেব-নিকেশ ছাড়া। শুধু একটি হিসেব ঠিকঠাক থাকলে আর সব হিসেব ফালতু। লাভের হিসেব ঠিক থাকছে বিনিয়োগকারীদের।

শুধু পাহাড়কে ভালবেসে সবাই ঝাঁপাচ্ছে, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধনতন্ত্র তার লক্ষ হাত রাখতে পেরেছে। পাহাড়কে সে ছাড়বে কেন? চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বে এভারেস্টের চূড়া, কাঞ্চনজঙ্ঘার ঢালও বাদ যায়নি। অভিযানের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থের লগ্নি, তা থেকে নানা হিসাবের সমুদ্র-মন্থনে লাভের অমৃতের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় প্রাণ যাচ্ছে অবোধ আবেগপ্রবণ কিছু সরলপ্রাণ মানুষের। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সার কথা লাভ। প্রাণের দাম সেখানে তুচ্ছ। বহু কষ্ট স্বীকার করে অভিযানে যায় অনেক মানুষ। বিনিয়োগকারীদের নানা পরোক্ষ চাপ থাকে তাদের ওপর। আজ পাহাড় চড়া ব্যয়বহুল। বিনিয়োগকারী ছাড়া অভিযান অসম্ভব। বিনিয়োগকারীরা তা বোঝে সবার আগে। তাই অদৃশ্য, অনুচ্চারিত শর্তের নিগড়ে সে অনায়াসে বেঁধে ফেলে অভিযাত্রীদের। এখন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এত কষ্ট, ঝুঁকি নিয়ে অভিযানে যাও কেন? সে হয়তো বিনিয়োগকারীর দিকে আঙুল তুলে বলবে—ও আছে তাই। এখন হয়তো আর ম্যালরির মতো পাহাড়ের চূড়োর দিকে হাত বাড়িয়ে কেউ বলবে না, 'Because it is there'।

'জয়েন দ্য রেস টু মেক দ্য ওয়ার্ল্ড এ বেটার প্লেস'

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

শীর্ষনামের এই ইংরাজি কথাগুলি যেন কিশোর কবি 'সুকান্ত'-র কবিতার কথারই অনুরণন—'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' ১৯৭২-২০১৫, স্টকহোম থেকে প্যারিস, কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে সাড়ে চার দশক, প্রাকৃতিক-পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বড়, মাঝারি, ছোট বহুমাত্রিক 'পরিবেশ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরেও হবে। সূচনা হয়েছিল ১৯৭২ সালে, সুইজারল্যাণ্ডের স্টকহোম শহরে, সর্বশেষেরটি (COP২১) হয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ঠিক তার পাঁচ মাস পরেই এখন প্যারিস বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রায় দোতলা বাড়ির সম উচ্চতায় প্লাবিত। প্যারিসবাসী বায়োবৃদ্ধা-বৃদ্ধরাও স্মরণে আনতে পারছেন না যে শেষ কবে এমন দৃশ্য দেখেছেন। ১৯৮২ সালের সর্বোচ্চ বন্যাতল (HFL) অতিক্রম করেছে বর্তমান বন্যা, এখন তাদের আতঙ্ক ১৯১০ সালের HFL-এর রেকর্ড, যা ২৬.২ ইঞ্চি ছুঁয়েছিল। আমেরিকার 'টেক্সাস' ও প্লাবিত হয়েছে ক'দিন পূর্বেই। এ দেশে পরপর কয়েকবছর কম বৃষ্টিপাতের কারণে চারদিক জ্বলছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমছে। পানীয় জলের জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি থামাতে হচ্ছে। বাড়ির মা-বোনেদের ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে হচ্ছে তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়ে শুধুমাত্র এক কলসি জল সংগ্রহের জন্য। তাপমাত্রা কোথাও-কোথাও ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বাগে আনতে গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্গীরণকারী বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতহারে। কৃষির উপর নির্ভরশীল হাজার-হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছেন বা খাদ্য-পানীয়ের অভাবে মারা যাচ্ছেন, মারা যাচ্ছে গবাদি পশুর দলও। রাষ্ট্র না চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বাধ্য করেছে ১২ রাজ্যে খরা ঘোষণা করতে। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে বরফ-গলা জলে পুষ্ট নদীগুলি সঙ্গমে গিয়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটানোয় ডুবছে তটভূমি, গ্রাসের কবলে সুন্দরবন। প্রকৃতির রুদ্ররূপের পরবর্তী কোপ পড়বে কলকাতার উপর। ইতোমধ্যে ফুটিফাটা গ্রীষ্ম ব্রহ্মপুত্রের তেজোদ্দীপ্ত বন্যার সাক্ষী থাকতে হল গৌহাটি শহরকে। এহেন প্রেক্ষাপটে আজ ৪৪ তম (১৯৭৩-২০১৬) 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

এবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শ্লোগানটি ছাড়াও একটি থিম বা বিষয়-ভাবনাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে UNEP'র পক্ষ থেকে, তা হল—"GO WILD FOR LIFE, ZERO TOLERANCE FOR THE ILLEGAL WILD LIFE"(বন্যপ্রাণী রক্ষা কর, বে-আইনি বন্যপ্রাণীর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোন সহিষ্ণুতা নয়)।

শ্লোগানের সঙ্গে বিষয়-ভাবনার সম্পর্ক : পৃথিবীকে সুন্দরতর করার প্রতিযোগিতায় নিজেকে যুক্ত কর। বাচাঁর দায়ে প্রতিযোগিতায় পড়া, সুন্দরতর ও দীর্ঘজীবী করি আমাদের প্রিয়তম বসুন্ধরা। প্রতিযোগিতায় আছি মোরা, হোক না তা জগৎজোড়া, বিজ্ঞানীদের বাণে মুছবে গ্রিনহাউস গ্যাসের গোঁড়া, সুন্দরতর হবে আমাদের প্রিয়তম গ্রহ বসুন্ধরা। শ্লোগানটির ভাবার্থরূপে যেটিকেই বাছি না কেন সুন্দরতর ও দীর্ঘজীবী গ্রহ গড়ার কাজে বন্যপ্রাণ, অর্থাৎ অগণিত উদ্ভিদ-প্রজাতিরাশি ও তাদের আশ্রয়ে আবাসিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য শর্ত। কারণ মাটি, জল ও জঙ্গল হলো প্রাণীকুলের জন্মদাতা ও পালক, তাই বন ব্যতিরেকে প্রাণ বাঁচবে না।

কেন এমন ভাবনা? শতবর্ষ পূর্বে বসুন্ধরাতে বাঘের দল সংখ্যায় যখন ছিল প্রায় ১ লক্ষ, সেই সংখ্যা এখন ৩৩ গুণ হ্রাস পেয়ে হয়েছে মাত্র তিন / চার হাজার, যেজন্য জায়গা লাগে আগের আয়তনের মাত্র ৭ শতাংশ। বন যত ধ্বংস করছি, তত বন যে তৈরি করছি না, তার জ্বলন্ত উদাহরণ বাড়ির পাশের শিল্প নগরী 'দুর্গাপুর'। এককালে এই বনাঞ্চলও ছিল বাঘের বিচরণক্ষেত্র। সম্প্রতি সর্বপ্রকার গণমাধ্যমে থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ মঠে মৃত সার-সার ব্যঘ্র শাবকের ছবি ও বাঘের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে শিহরিত করেছে। শুধু ঐ মঠেই প্রথম ও শেষ নয়, আগেও দেখা গেছে, এখনও দেখা যাচ্ছে এবং মানুষকে সচেতন করতে না পারলে ধর্মমোহকে মূলধন করে সাধু-সন্ন্যাসী, মোল্লা-মৌলবী ও ফাদার-গডফাদারদের বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় মদত-আধামদতে চলতেই থাকবে। চন্দন সহ বিভিন্ন ধরনের কাঠ, মধু সহ অন্যান্য বনজ বহুমূল্য উপাদান, রকমারি পাখ-পাখালি, বানর, হনুমান, ভল্লুক, হাতি, জিরাফ, জেব্রা, সাপ, কচ্ছপ, শিম্পাজী, ওরাংওটাং, গরিলা গণ্ডারের ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থে ওদের নৃশংসভাবে খুন করে / করিয়ে অবলীলাক্রমে ব্যবসা চালায় মাফিয়ারা। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণ্ডারের হত্যা বেড়েছে ৭৭০০ শতাংশ। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও তা নির্মম সত্য। পাটিগণিতের হিসাব তাই বলছে— ২০০৭ থেকে ২০১৩, এই ৬-৭বছরে সেখানে গণ্ডার হত্যার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩ থেকে ১০০৪-এ। এই গেল ৩০ এপ্রিল, ১ মাস ৫ দিন আগে, চোরা শিকারীদের থেকে উদ্ধার করা ১০৫টন (১,০৫,০০০ কেজি) হাতির দাঁতের ছোটখাটো এক পাহাড়ে অগ্নিসংযোগ করার সময় কেনিয়ায় প্রেসিডেন্ট উহরু কেনিয়াট্টা(UHURU KENYATTA) বলেন, 'হাতির শরীরে না থাকলে IVORY'র (হাতির দাঁত) কোনো মূল্য নাই এ যেন বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে—এই প্রবাদেরই হুবহু প্রতিধ্বনি। একই কথা বলতে চেয়েছিলেন শিম্পাজি-ওরাংওটাং- গরিলাদের প্রেমে পড়া তিন বিজ্ঞানমনস্কা—'জেন ও ডাল', 'বিরুত গলডিকাস' ও মাত্র ৫৩ বছর বয়সে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে নেতৃত্বদানের দায়ে শহিদের মৃত্যুবরণকারী 'ডায়ান ফসি'। এঁরা পরিবেশ-স্বেচ্ছাকর্মীদের মনে ও প্রাণে নিশ্চয় ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকবেন, উৎসাহ জোগাবেন সাংগঠনিক প্রচার কাজে।

কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘ যদি তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দায়বদ্ধ রক্ষী-নিয়োগের কাজে বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য করাতে না পারে, তাহলে এই শ্লোগান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ভাবনা ১ দিনের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এই আশঙ্কার বাস্তবতা থেকেই প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষের দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান, বিশেষত তরুণ-প্রজন্মের। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হলেই এই লেখার সার্থকতা। কারণ, সমুদ্রের গর্ভ থেকে জেগে ওঠা, জল থেকেই জন্ম নেওয়া আদি প্রাণ কোটি-কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় জঙ্গলজীবনে 'বন্য প্রাণী দশা' কাটিয়ে আজকের প্রকৃতি শাসক আধুনিক মানুষ 'হোমোসেপিয়ান্স-সেপিয়ান্স' প্রজাতিটিকে নিশ্চয় পুনরায় সমুদ্রে বিলীন হয়ে দিতে যেতে চাইবে না।

বিকল্প হিসাবে পটল চাষ বাড়ছে কালনায়

আলেক শেখ, কালনা, ৩ জুন : অলঙ্কারিক অর্থে 'পটল তোলা' মানে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া। তাই সচরাচর পটল তোলার কথা কেউ মুখে আনতে চান না। কিন্তু সেই পটল তোলার কথাই নিয়ত কৃষকদের মুখে মুখে এখন। তবে এই পটল তোলা পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নেওয়া নয়। আক্ষরিক অর্থেই পটলের ক্ষেত থেকে পটল তোলার কথাই বলছেন কালনার কৃষকরা। কারণ চিরাচরিত পাট, ধান চাষের বিকল্প হিসাবে প্রতিনিয়ত কালনায় পটল চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তা থেকে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন কৃষকরা।

কালনা-১নং ব্লকের রংপাড়ার কৃষক আহম্মদ শেখ, বিপুল সাঁতরা, গোকুল মাণ্ডি জানান এখানে পাট, ধান, আলু চাষই ছিলো প্রধান। দীর্ঘ দিন ধরেই বাৎসরিক ফসলক্রম আলু তুলে পাট, তারপর পাট তুলে ধান। ধানের পরই আবার আলু। কিন্তু এইভাবে চাষ করে আশানুরূপ উৎপাদন বাড়িয়েও ফসলের দাম পাওয়া যায় না। লাভ তো দূরে থাক, শুধু লোকসানের উপর লোকসান গলায় অক্টোপাশের মতো চেপে বসেছিল। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য বিগত বামফ্রন্টের আমল থেকেই বিকল্প চাষের প্রচার শুরু হয়েছিল। তখন সেই প্রচারে কান না দিলেও এখন অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা যায়। সেই প্রচার কতটা যথার্থ ছিল। কারণ বিকল্প চাষ হিসাবে পটল চাষ করে লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে। এখন আর লোকসানের কোনো কথাই নেই।

ধান পাট-এর চাষ কিছু কমিয়ে দিয়ে আলু তোলার পর সেই জমিতে পটলের গেঁড়ো (পটল গাছের মূল) বসিয়ে দেওয়া হয়। গেঁড়ো লাগানোর সময় হচ্ছে চৈত্র মাস। পরিচর্যার মধ্যেই পটলের ক্ষেতে স্বল্পমেয়াদি শাক হিসাবে লাল ডাটা, কাটোয়া ডাটা, গ্রীষ্মের মুলো, পুঁই শাক লাগানো হয়। এতে পটলের মাচা তৈরি করার খরচ উঠে আসে। সাধারণত জৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে পটল ফলতে শুরু করে। এই ফলন থাকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত। তারপরই পটলের মাচা সরিয়ে দিয়ে পটল গাছের মূল মাটির তলায় রেখে জমি চাষ দিয়ে আলু চাষের উপযোগী করে তোলা হয়। আলুগাছের মধ্যেই মূল থেকে পটলের লতা গজায়। লতা বেশি বড় হয়ে গেলে পাটকাঠি পুঁতে লতাকে বাড়তে দেওয়া হয়। আলু তোলার পর মাচা তৈরি করা হয়। পটলের এই পুরানো গাছে চৈত্র-বৈশাখ মাস থেকেই পটল ধরতে শুরু করে। ফসল পাওয়া যায় সেই কার্তিক মাস পর্যন্ত। এই দীর্ঘ কয়েকমাস কৃষকরা মাঠে মাঠে পটল তুলতেই ব্যস্ত থাকেন। পটল তুলেই লাভ ঘরে আনছেন কালনার কৃষকরা। সেকথা বলছেন কৃষকরাই।

দুর্ঘটনার জেরে পথঅবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ জুন : সড়কের উপরেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাল ওঠানো নামানো করার সময় সেখান দিয়ে পাশ করতে গিয়ে একটি ট্রাক এক বাইক আরোহীকে চাপা দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেই বাইক আরোহী কলকাতায় চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে আজ সকালে

কালনা শহর থেকে আড়াই কিমি দূরে গোয়াড়া গ্রামের কাছে এস টি কে কে সড়কে। দুর্ঘটনার পর অবরোধ শুরু হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অবৈধভাবে সড়কের উপর মাল উঠানো নামানো বন্ধের আশ্বাস দিলে দু-ঘন্টা পর অবরোধ ও বিক্ষোভ উঠে যায়।

কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের সাথে সড়ক যোগাযোগের জন্য ৩১ নং জাতীয় সড়কের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এস টি কে কে সড়ক। ফলে যানবাহন চলাচলে এই বিকল্প সড়কটি চরম ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কালনার পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতায় ব্যস্ত সড়কের উপরই গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাল-ওঠানো নামানো করা হয়। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাইক আরোহী সুজন শেখও এদিন সকালে সেই দুর্ঘটনার শিকার হলেন। একটি কাঠের গাড়ি সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকার কারণেই এদিন দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয়দের দাবি। এদিন পুলিশ প্রশাসনকে চরম হুশিয়ারি দিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলেন যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। প্রতিবছর ৫ জুন; ২। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ৫-১৪ জুন ১৯৭২ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; ৩। ৩০ নভেম্বর ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫, প্যারিসে; ৪। ১৯৭৩ সাল, 'পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করতে হবে'; ৫। ২-১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ জাপানের কিয়েটো শহরে; ৬। ২২ এপ্রিল ২০১৬ নিউইয়র্ক শহরে; ৭। ২০১৫ সালের শ্লোগান 'সাতশো কোটি স্বপ্ন : একটি মাত্র গ্রহ, সাবধানে সুখ ভোগ করো।' ; ৮। ২০১৬ সালের শ্লোগান 'গাছ লাগাও, প্রাণ ভরে বেঁচে থাকো।'; ৯। ৮ জুন, বিশ্ব মহাসাগর দিবস; ১০। ইউরোপ মহাদেশে, ৬ জুন; ১১। ইউরোপ মহাদেশে, ৭ জুন; ১২। ২৯ জুন, ২০১৬ সাল।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

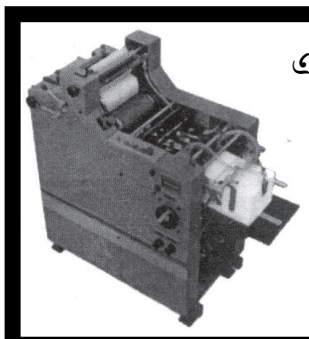
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
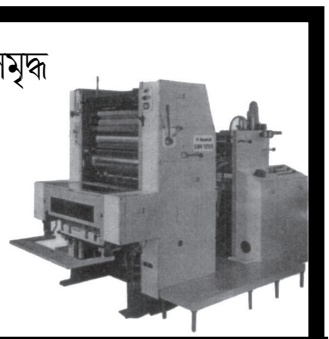
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা